উপস্থিত- মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম

অদ্য আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে। উভয়পক্ষ গরহাজির।

নথি আদেশের জন্য গ্রহণ করলাম।

মূল অপর ৯৬/২০১৮ নং মামলার ২১/১০/২০১৯ ইং তারিখের একতরফা রায়-ডিক্রী রদ রহিতক্রমে মূল মামলা পুনর্বহালের দাবিতে পৃথক দরখাস্তকারী কর্তৃক পৃথক মিস ০৪/২০২০ ও মিস ৬৬/২০২১ দায়ের হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে উভয় মিস মামলা একটি রায়ে আলোচনা করা হলো।

উভয় মামলার দরখাস্ত, তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি ও নথি পর্যালোচনা করলাম।

মিস ০৪/২০২০ মামলায় প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

বিগত ০৮/০২/২০২০ ইং তারিখে ১ নং বাদী/প্রতিপক্ষ নালিশী ভূমি সংক্রান্তে একতরফা ডিক্রী হাসিলের বিষয়ে প্রথম প্রকাশ করে। সেসময়ে উক্ত স্থানে মনসুর আলম নামে ব্যাক্তি হাজির ছিল। পরবর্তীতে প্রার্থীপক্ষ আদালত হতে ১৩/০২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংবাদের নকল সংগ্রহ করে জানতে পারেন যে বাদী/প্রতিপক্ষ অতি গোপনে ২১/১০/২০১৯ ইং তারিখে নালিশী ভূমি সম্পর্কিত একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। ইতিপূর্বে তারা উক্ত ডিক্রীর বিষয়টি জানিত না। প্রার্থীপক্ষ অভিযোগ করেন যে, মূল অপর ৯৬/২০১৮ মামলায় বাদী/প্রতিপক্ষ অতি গোপনে পদাতিক ও ডাক সমন জারি দেখিয়ে উক্ত একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। যদি প্রার্থীপক্ষের উপর উক্ত পদাতিক বা ডাক সমন সঠিকভাবে জারি হইত, তবে অবশ্যই তারা মামলায় হাজির হইত এবং মূল মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। উক্ত এক-তরফা ডিক্রী মাধ্যমে প্রার্থীপক্ষের অপূরনীয় ক্ষতি হইয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত অপর ৯৬/২০১৮ নম্বর মূল মোকদ্দমার বিগত ২১/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের একতরফা রায় ডিক্রী রদরহিতক্রমে মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে পূর্বাবস্থায় পুনর্বহালের প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থীপক্ষ পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিয়া অত্র দরখাস্ত আনয়নে ১২৭ দিনের বিলম্ব মার্জনার প্রার্থনা করেন।

মিস ৬৬/২০২১ মামলায় প্রার্থীপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

প্রার্থীক বিগত ২০/০৯/২০২১ ইং তারিখে স্থানীয় তহসিল অফিসে এসে ১ নং বাদী/প্রতিপক্ষ কর্তৃক নালিশী ভূমি সংক্রান্তে একতরফা ডিক্রী হাসিলের বিষয়ে প্রথম অবগত হন। পরবর্তীতে প্রার্থীপক্ষ আদালত হতে ১৩/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে সংবাদের নকল সংগ্রহ করে জানতে পারেন যে বাদী/প্রতিপক্ষ অতি গোপনে ২১/১০/২০১৯ ইং তারিখে নালিশী ভূমি সম্পর্কিত একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। ইতিপূর্বে তারা উক্ত ডিক্রীর বিষয়টি জানিত না। প্রার্থীপক্ষ অভিযোগ করেন যে, মূল অপর ৯৬/২০১৮ মামলায় বাদী/প্রতিপক্ষ অতি গোপনে পদাতিক ও ডাক সমন জারি দেখিয়ে উক্ত একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। যদি প্রার্থীপক্ষের উপর উক্ত পদাতিক বা ডাক সমন সঠিকভাবে জারি হইত, তবে অবশ্যই তারা মামলায় হাজির হইত এবং মূল মামলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। উক্ত এক-তরফা ডিক্রী মাধ্যমে প্রার্থীপক্ষের অপূরনীয় ক্ষতি হইয়াছে। এমতাবস্থায় উক্ত অপর ৯৬/২০১৮ নম্বর মূল মোকদ্দমার বিগত ২১/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের একতরফা রায় ডিক্রী রদরহিতক্রমে মূল মোকদ্দমাটি উহার

পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে পূর্বাবস্থায় পুনর্বহালের প্রার্থনা করেছেন। প্রার্থীপক্ষ পৃথক দরখাস্ত দাখিল করিয়া অত্র দরখাস্ত আনয়নে ০২ বছর ৩ দিবসের বিলম্ব মার্জনার প্রার্থনা করেন।

অন্যদিকে, প্রার্থীপক্ষের মামলাকে অস্বীকার পূর্বক নং বাদী/ প্রতিপক্ষ আপত্তি দাখিল করে অত্র মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।

উক্ত ১ নং পক্ষভুক্ত বাদী-প্রতিপক্ষের মামলার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে, বিবাদী-প্রার্থীপক্ষের উপর মূল ৯৬/২০১৮ মামলার পদাতিক ও ডাক সমন যথাযথভাবে জারি হইয়াছে। সমন প্রাপ্ত হওয়া স্বত্বেও তারা অত্রাদালতে হাজির হননি। নালিশী ভুমিতে অত্র প্রতিপক্ষ খরিদসূত্রে স্বত্ববান ও দখলকার হয়। অপরদিকে, নালিশী ভুমিতে প্রার্থীপক্ষের কোনরুপ স্বত্ব দখল নেই। প্রার্থীপক্ষ মূল মামলায় পরাজিত হবে জেনে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসেননি। প্রার্থীপক্ষ হয়রানী করার উদ্দেশ্যে অত্র মিস মামলা দায়ের করেন। এমতাবস্থায় অত্র মিস্ মামলা নামঞ্জুরাদেশ প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয়সমূহ ঃ

১) অপর ৯৬/২০১৮ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ২১/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের এক-তরফা রায় ডিক্রী আদেশ রদ-রহিতযোগ্য কি না?
২) প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

অত্র মিস ০৪/২০২০ মামলায় প্রার্থীপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা কল্যান কুমার দাশ (Pt.W.1)। মিস ৬৬/২০২১ মামলায় প্রার্থীপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা : ব্রায়ন পেরেরা (Pt.W.2)। অন্যদিকে, প্রতিপক্ষ মোট ০১ (এক) জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা মোঃ জসিম উদ্দিন (Op.W.1)।

কল্যান কুমার দাশ (Pt.W.1) ও ব্রায়ন পেরেরা (Pt.W.2) এবং মোঃ জসিম উদ্দিন (Op.W.1) জবানবন্দি প্রদান করে যথাক্রমে মিস্ মামলার দরখাস্ত ও তার বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তিকে সমর্থন করেছেন।

বিচার্য বিষয় নম্বর : ১ অপর ৯৬/২০১৮ নম্বর মোকদ্দমার বিগত ২১/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশ রদরহিতযোগ্য কি না এবং বিচার্য বিষয় নম্বর ২ : প্রার্থীপক্ষ প্রার্থীতমতে প্রতিকার পেতে হকদার কি না ?

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গৃহীত হলো।

মিস ০৪/২০২০ মামলার সাক্ষী কন্যান কুমার দাশ (Pt.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন তিনি প্রার্থীকের ওয়ারীশের আ-আমোক্তার। প্রার্থীক মূল মামলায় ২৯ নং বিবাদী ছিলেন। তিনি মূল মামলার কোন সমন নোটিশ পাননি।মূল মামলার আজিতে অত্র বিবাদীর ঠিকানায় থানা দেখানো হয়েছে মেহেদীগঞ্জ। কিন্তু মেহেদীগঞ্জ নামে কোন থানা নেই। সমন রিপোর্টে শিরীন আক্তার নামে তার এক কন্যাকে যাচনার বিষয়ে বলা হলে উক্ত নামে তার কোন কন্যা ছিল না। তিনি রায় ডিক্রী বিষয়ে মনসুর আলীর নিকট হতে প্রথম জানতে পারেন। পরবর্তীতে ২৩/০২/২০২০ প্রার্থীপক্ষ নিযুক্তীয় আইনজীবীর সহিত পরামর্শক্রমে জানতে পারেন যে বাদী/প্রতিপক্ষ অতি গোপনে ২১/১০/২০১৯ ইং তারিখে নালিশী ভুমি সম্পর্কিত একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। ইতিপূর্বে তারা উক্ত ডিক্রীর বিষয়টি জানিত না। তিনি দাবি করেন যে প্রার্থী পক্ষ মূল মামলার কোন সমন প্রাপ্ত হননি।

জেরাতে তিনি বলেন যে, তাকে আমজাদ হোসেনের ওয়ারীশরা আম-মোক্তারনামা দিয়েছে। ২০২১ সনে দিয়েছে। মামলার বিষয়ে মনসুরের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন। মনসুর আরেকজন কে বলেছে। তার নাম তিনি জানেন না। সত্য নয় প্রার্থীকের উপর মূল মামলার সমন নোটিশ সঠিকভাবে জারি হয়েছে। সত্য নয় নালিশী জমিতে প্রার্থীকের দখলে নেই।

মিস ৬৬/২০২১ মামলার সাক্ষী ব্রায়ান পেরেরা (Pt.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন, তিনি ১ নং প্রার্থীক। মূল মামলায় তারা ১-৫ নং বিবাদী ছিলেন। ২০/০৯/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ভূমি অফিসের তহসিলদার জানায় যে, নালিশী জমি নিয়ে আদালতে মামলা হয়েছে। পরে তিনি আদালতে তল্লাশী দিয়ে মামলা বিষয়ে জানতে পারেন। মূল মামলার কোন সমন নোটিশ তারা প্রাপ্ত হয়নি। মূল নোটিশে ডেভিড পেরের নামে তাদের এক চাচা কে দেখানো হয়েছে। বাস্তবে এ ধরনের কোন চাচা তাদের নেই। আরজিতে তাদের ঠিকানা র্পূনাঙ্গ ছিল না। পরবর্তীতে আইনজীবীর সহিত পরামর্শক্রমে জানতে পারেন যে বাদী/প্রতিপক্ষ অতি গোপনে ২১/১০/২০১৯ ইং তারিখে নালিশী ভূমি সম্পর্কিত একতরফা ডিক্রী হাসিল করে। ইতিপূর্বে তারা উক্ত ডিক্রীর বিষয়টি জানিত না। তিনি দাবি করেন যে প্রার্থী পক্ষ মূল মামলার কোন সমন প্রাপ্ত হননি বিধায় একতরফা রায় ডিক্রী রদরহিত হইবে।

জেরাতে তিনি বলেন যে, ঘেরা দিতে গেলে ভূমি অফিসের কর্মচারী মামলা কথা তাকে বলেন।পরে তিনি আদালতে তল্লাশী দেন। সত্য নয় প্রতিপক্ষ জন পেয়েরার স্বত্ব দাবি করেননি। তারা আমির হোসেনের স্বত্ব দাবি করেছেন। সত্য নয় একতরফা আদেশ রহিত হলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবেন না। সত্য নয় ডেভিড পেয়েরার নামে তাদের এক চাচা ছিল। সত্য নয় তাদের সম্পত্তি ডেভিড পেয়েরার দেখা শুনা করত এবং তিনি নোটিশ গ্রহন করেছেন।

মোঃ জসিম উদ্দিন (Op.W.1) তার জবানবন্দিতে বলেন যে, তিনি প্রতিপক্ষের পক্ষে আম-মোক্তার। প্রার্থীক মূল মামলায় ২৮ নং বিবাদী ছিল। প্রার্থীক মামলা সম্পর্কে জানতেন। তিনি মূল মামলার সমন সঠিকভাবে জারি হয়েছে এবং প্রার্থীপক্ষ সমন পেয়েও মামলায় হাজির হননি। তিনি প্রার্থীপক্ষের সকল বক্তব্য অস্বীকার করেন। ১২৭ দিন বিলম্ব প্রার্থীকের ইচ্ছাকৃত বিলম্ব মর্মে দাবি করেন। তিনি প্রার্থীকের দরখাস্ত খারিজের প্রার্থনা করেন।

জেরাতে তিনি বলেন যে, তিনি হাজী আবুল বশর এর পক্ষে আ-মোক্তার। তিনি মূল মামলার বাদী বা বিবাদী নন। মামলার বিষয়ে হাজী আবুল বশর জানতেন না। মামলার সমন নোটিশ কিভাবে জারি হয় তা তাদের জানা ছিল। প্রার্থীকের উপর পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সমন জারি হয়। পদাতিক সমন কিভাবে জারি হয় তা তাদের জানা নাই। আবুল বশর ২০১৭ সনে বায়না করে ২০২০ সনে কবলা খরিদ করে। নামজারি করেন তারপর। কোন মাসে করেন তা জানা নাই। সত্য নয় যে নামজারি করার পর জায়গা দখল করতে গেলে প্রার্থীগণ এ মামলার বিষয়ে জানতে পারেন। প্রার্থীকের কোন মালিকানা স্বত্ব আছে কিনা তা তাদের জানা নাই। সত্য নয় সমন নোটিশ গায়েব করে একতরফা ডিক্রী হাসিল করেছেন।

প্রার্থীপক্ষের আনীত দরখাস্ত, তামাদি দরখাস্ত, সাক্ষীদের বক্তব্য সহ সমগ্র নথি পর্যালোচনা করলাম। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাদী/প্রতিপক্ষ মূল মামলাটি বিবাদী/প্রার্থীর বিরুদ্ধে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় দায়ের করেছিলেন। প্রতিপক্ষ প্রার্থীপক্ষের উপর মূল মামলা পদাতিক ও ডাক সমন যথাযথভাবে জারি হয়েছে মর্মে দাবি করলেও প্রার্থীপক্ষ তা অস্বীকার করেন। মূল মামলার ২-৫ নং বিবাদী এবং ২৯ নং বিবাদী অত্র মিস ৬৬/২০২১ ও ০৪/২০২০ মামলার প্রার্থীক হয়। অপরদিকে অত্র মামলার মূল

প্রতিদ্বন্দ্বি প্রতিপক্ষ মূল মামলায় বাদী বা বিবাদী কোন পক্ষ ছিলেন না। তথাপি নালিশী সম্পত্তিতে খরিদসূত্রে তাহার স্বত্ব স্বার্থ থাকায় তিনি পক্ষভুক্ত হয়ে মামলায় কনটেস্ট করেছেন। প্রতিপক্ষের দাবি ছিল মুল মামলার সমন প্রার্থীপক্ষের উপর সঠিকভাবে জারি হয়েছে; অপরদিকে প্রার্থীপক্ষ উক্ত দাবি জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। মূল মামলার নথিতে থাকা ১-৪ নং বিবাদী/প্রার্থীকের নামীয় সমন জারির প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, উক্ত মূল বিবাদীগণ কেউ মূল সমন গ্রহন করেননি। তাদের নামীয় সমন লটকিয়ে জারি দেখানো হয়। প্রতিবেদনে প্রার্থীকগনের চাচা ডেভিড পেরেরা কে সমন বিষয়ে অবগত করার দাবি করা হলেও প্রার্থীপক্ষ ডেভিড পেরেরা নামে তাদের কোন চাচা নেই মর্মে দাবি করেন। ডেভিড পেরেরা যে প্রার্থীপক্ষের চাচা এবং সংশ্লিষ্ট জারিকারক যে ডেভিড পেরেরা কে কথিত সমন যাচনা করেছেন এ বিষয়টি প্রতিপক্ষ সংশ্লিষ্ট জারিকারক কে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপনপূর্বক প্রমান করেননি। এমতাবস্থায় সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকগণ আদৌ উক্ত সমন বিষয়ে অবগত হয়েছিলেন কিনা তৎবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। একই ভাবে, ২৯ নং বিবাদী/প্রার্থীক ও মূল মামলার সমন নিজ হস্তে গ্রহন করেননি মর্মে প্রতিবেদন দৃষ্টে পাওয়া গিয়াছে। প্রতিবেদনে শিরিন আক্তার নামে প্রার্থীকের যে কন্যার বিষয়ে বলা হয়েছে প্রার্থীপক্ষ এ নামে তাহার কোন কন্যা নেই মর্মে দাবি করেছেন। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, প্রার্থীগনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যাক্তির নাম সমন প্রতিবেদনে উল্লেখ করত : প্রার্থীকগনের নামীয় সমন লটকিয়ে জারি দেখানো হয়েছে এবং প্রতিপক্ষ পরবর্তীতে এক-তরফা ডিক্রী হাসিল করেছেন। যেহেতু প্রার্থীকগনের সাথে সমন যাচনাকারীদের বাস্তবিক অর্থে কোন সম্পর্ক নেই, সে নিরিখে কথিত সমন লটকিয়ে জারি করানোর সত্যতা বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। মূল মামলার সমন প্রার্থীপক্ষ একেবারে প্রাপ্ত হননি মর্মে প্রার্থীপক্ষের দাবি আমার নিকট অবিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। প্রার্থীপক্ষের বিলম্বের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমন গোপনে লটকিয়ে জারি দেখিয়ে হাসিলকৃত এক-তরফা ডিক্রীর মাধ্যমে প্রার্থীপক্ষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। অত্র দরখাস্ত মঞ্জুর না হইলে প্রার্থীপক্ষ ন্যায়বিচার বঞ্চিত হইবে। সুতরাং অত্র মিস্ মামলা মঞ্জুরযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়। অতএব, বিচার্য বিষয়দ্বয় বিবাদী-প্রার্থীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মিস্ ০৪/২০২০ ও মিস ৬৬/২০২১ নং মামলা ১ নম্বর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অপর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে (১০০০/- + ১০০০/-) =২০০০/- টাকা খরচাসহ মঞ্জুর করা হলো।

এতদ্বারা মূল অপর ৯৬/২০১৮ নম্বর মোকদ্দমায় গত ২১/১০/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রচারিত একতরফা রায়-ডিক্রী রদরহিত করা হলো। মূল মোকদ্দমাটি উহার পূর্বোক্ত নম্বরে ও নথিতে জবাব দাখিলের পর্যায়ে আগামী ৩০/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিধ ধার্যে পুনর্বহাল করা হোক।

অত্রাদেশ বিবাদী-দরখাস্তকারীপক্ষ কর্তৃক খরচা বাবদ (১০০০/- + ১০০০/-) = ২০০০/- টাকা আগামী ৩০/০৫/২০২৩ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে দাখিল সাপেক্ষে কার্যকর হবে। উক্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খরচার টাকা দাখিলের ব্যর্থতায় অত্র মঞ্জুরাদেশ রদরহিত মর্মে গণ্য হবে।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম